কাঠের তরোয়াল

তীর্থঙ্কর চন্দ

চরিত্রাবলী

নিশা	পিয়ালী	ঠাকুমা
নিরঞ্জন	চম্পক	স্বপন
কৃপেশ	সুখেন	দুলাল
শ্যামা		

(পাহাড়ের নীচে বস্তিতে উদ্বাস্তু মানুষের ভীড় করেছে। কোনরকম টিকে থাকার জন্য পরিবারের প্রত্যেকজন জীবিকার কোন না কোন ক্ষেত্রে ক্লান্ত দৌড় দৌঁড়চ্ছে। এমনই একটি পরিবারকে নিয়ে আমাদের আজকের গাঁথা।)

একটি বাঁশবেতের সাধারণ ঘর। একপাশে তুলসীতলা, কুয়োতলা। সময় সন্ধ্যা। একটি ৮/৯ বছরের মেয়ে, পিয়ালী, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁস ডাকছে। অনেকক্ষণ ডেকেও হাঁস আসে না। ঘরের ভেতরে থেকে মা, নিশা, ডাকে।)

নিশা। পিয়ালী, জুকার দিয়া যা।

(পিয়ালী গজ্ গজ্ করতে করতে ঢোকে। জুকার শোনা যায়। পিয়ালী আবার হাঁস ডাকে। নিশা বাতি দেয়।)

আওয়া বাদ দেওরে গো, ভাইরে ডাক।)

পিয়ালী। আইচ্ছা। ভাই ও ভাই.....

ঠাকুমা। *(বাইরে থেকে)* পিয়ালী আউগ্গাওরেগো।

(পিয়ালী বাঁ দিক থেকে ডাক দিয়ে যায়। ঠাকুরমা সাথে মঞ্চে আসে।)

কিতা গো, তুমার আওয়া ইগুইন আইছে নায় নি এব?

পিয়ালী। না, ভাইওতো আইছে না এব খেলা থাকি।

ঠাকুমা। তে তো তোমারে চিন্তাই ফালাই দিলা! আর পিসি? পিসি আইছইন নায়নি?

(কথার মধ্যে পিয়ালী চলে যায়। ভাইকে ডাকে। ঘর থেকে বেড়িয়ে উত্তর দেয় নিশা)

নিশা। না এব আইছইর না।

ঠাকুমা। এক গেলাস জল খাওয়াওছাইন গো। ছাগি ইগু ইন ডিগ্‌রা থাকি আনা অইছে নিগো?

নিশা। *(জলের গ্লাস নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে)* অয়, খালি পিয়ালীর আওয়াইগুইন এব আইছইন না।

ঠাকুমা। ই এক চিন্তাত ফালাইদিলা যে।

নিশা। কিতা?

ঠাকুমা। শ্যামা আইলা না।

নিশা। দুইপরে গাড়ি তো বন্ আছিল, বাক্কা কয়েকটা। আইজ রাইত আবার পারার দিবার কথা।

ঠাকুমা। কে কইলা?

নিশা। ছুটদ্দায়।

ঠাকুমা। হে আর কিতার কইল? মহালদার আইছইন নি আইজ?

নিশা। না বিকালে আইবার কথা। অখন গাড়ী বন্ হনিয়া যদি না আইন।

ঠাকুমা। কাইল বিরস্ইতবার। টেকা না পাইলে শিলচর থনে মাল খরিদ করতায় কিলা। স্বপনে খাইয়া গেছে নি?

নিশা। না, চম্পকরেদি দুকানো খানি পাঠাইদিছি।

ঠাকুমা। গাড়ি আর না তে হিগে দুকানো বইয়া কিতা করের? বাড়িত আইত।

নিশা। শিলচর যাইবার লাগি বাক্কা কয়টা টাটা পাখর লউড্ করিয়া খাড়া, মানুষও আইছইন বাক্কা। এর লাগ্নি দুকান ছাড়িয়া আইরা না।

ঠাকুমা। আইচ্ছা বালা। টুকরি ইখান ভিতরে নেওগি। চল্লিশ কেজী চাউল ঝাড়িয়া শইল্যে আর দের না।

(নিশা চলে যায়। বাইরের গান শোনা যায় "ফুলটি তুলিলাম। মালাটি গাঁথিলাম/যাইবার কালে বন্ধু মালাটি নিও। একবার দেখা দিও।)

ঠাকুমা। নিরঞ্জন নি রে বা, ও নিরঞ্জন?

নিরঞ্জন। কেনে? *(বাইরে থেকে)*

ঠাকুমা। অবায় দি-হুনচাইন। গাড়ী আরনি বা?

(নিরঞ্জন ভেতরে আসে)

নিরঞ্জন। আর। ইতা দুই একটা। আত্তি লামছইন চাইরো বায়।

ঠাকুমা। ইতা তো দুইপরের কথারে বা। অখন এক আধখানও আর নানি?

নিরঞ্জন। আর। ইতা কাকি ডরপুক। গাড়ীতে বইয়া হাত্তি ডরাইন, দিতা গিয়ার দাবাইয়া! ইতা হালার ছইতে মরার জাত।

ঠাকুমা। আইচ্ছা। তে তুমি যারায় কুনবায়?

নিরঞ্জন। সুখেনদা? সুখেনদা তো হউ টিল্লার পেটো কাঠর গুড়িন লইয়া এব বওয়াত। গাড়ী আরর না করিয়া তারা মাল লউড্ করতা পাররা না।

ঠাকুমা। টিল্লার পেট? একলা নিবা?

নিরঞ্জন। না, একলা কাম নাই। সুখেন দা, নিপু, কৃপেশ, আর নীচর বস্তির লেবার দুইটা। ইয়ো, কাকি শ্যামার কিতা অইল?

ঠাকুমা। কিতা কইতাম বা, আইজ তো গেলা শিলচর। অকন না আইলে তো কুন্তা বুঝা যার না।

নিরঞ্জন। না, না, তাইর অইব। অতদিন ধরি মাগনা খাইটছে আর অকন পাইত নানি? পাইব। যাইগি—ইয়ো, কাকি পালে কিতা কইছে?

ঠাকুমা। কিতার লাগি?

নিরঞ্জন। ঔ শ্যামার চাকরি ইকটার লাগি?

ঠাকুমা। না কিতা কইতো। ইতা হক্কলতাউ কপাল।

নিরঞ্জন। (ভিতর থেকে) মা, ছানো গেছগিনি?।

ঠাকুমা। অউ যাইবার।

নিরঞ্জন। অউত্য গাড়ীর হর্ন হুনা যার। আইবো, একটা দুইটা করি আইবো। যে পাথর উঠাইছইন তারা টুকো, গুলা লাইমলে হক্লতা শেষ। ইতা মহালদারর হিসাব।

(কথা বলার খেয়ালে বুঝতেই পারে না কখন ঠাকুমা সরে গেছে। হঠাৎ বুঝতে পারে একা। যেন ওর কাছে এটাই স্বাভাবিক। আবার হুঁ, হু করতে করতে ঐ গানটি গেয়ে চলে যায়। ঠাকুমা ঢুকেন।)

ঠাকুমা। বাপরে বাপ। এক বকিত পার। মাতো উঠলে আর ছাড়ে না।

(যেতে গিয়ে দেখতে পান একটা কাঠের তলোয়ার উঠানে পরে আছে) অউ, যেছাখানো ফালইবা আর পরে খালি খুজি দেও। ইতা পিয়ালী, চম্পক ইতা গেলা কই? ও পিয়ালী, চম্পক— *(বাইরে থেকে ঃ— ''আইয়ার'')*

ঔ আইতরা। এক শান্তি নাই ইতার। আবার কিতা লইয়া লাগি গেছে। আমি হিনানো যাইগি গো।

(গেটের পাশে দুই ভাই বোন)

চম্পক। তুই বেশী জানছ নি? নিরঞ্জন কাকার দাদুতারা কত ধনী আছলা— ইপয়সা তারা কিলা পাইছইন? অউও অলা।

পিয়ালী। ইতা অলা সূজা অইলে হক্কলেউ গিয়া আত্তির লেঙ্গুড়ো ধরিয়া টেকা আনি লইলনে।

চম্পক। আর কাম নাই। আত্তির লেদা দেখিয়া ডরাইয়্যা হক্কর্লে গাড়ী বন করিয়া রাখিছেইন আর হর্ন মারইন। আগ্গাইলেউ বেঙ্গ চেপ্টা অই যাইবা।

পিয়ালী। তে নিরঞ্জন কাকার দাদুতারা ডরাইছইন নানি?

চম্পক। ডরাইছইন তো। অইলে দাদুয়ে গাছ থাকি পড়িয়া ধরবা কিতা? আত্তির লেঙ্গুঁর ইগুরে মনো করছইন গাছার লত—যেউ ধরছইন দুই হাতদি জুরে, আত্তি তো হাটু ভাঙ্গিয়া শুর মাথাত তুলিয়া বই গেছে। যেনো নিয়া থামাইছে ইন একটা বড় গাত — আর গাত থাকি রুশ্নি কুটিয়া বারর। ঔত্য পাইলা বেঙের লালর লাকাইন মুক্তা।

পিয়ালী। আর আনিয় টেকা পাইলাইলা বেজান নায়নি?

চম্পক। জিগার করিছ তুই বেনু কাকারে। আমি কিতা একলা হুনছি নি? বেনু, সুখময়, প্রফুল্ল, সব আছলাম।

(নিশা ঢুকেন। হাতে চায়ের ছছ্পেন)

নিশা। কিতাগো আওয়াইগুন তুলা অইছে নি?

পিয়ালী। ইতা এমনেউ হামাই গেছইন।

চম্পক। আইচ্ছা মা, নিরঞ্জন কাকার দাদুয়ে তারার দেশর জঙ্গলো আত্তির লেঙ্গুরো ধরিয়া অতো টেকা বানাইছলা নানি গো?

পিয়ালী। তে হি বেটা আবার গেলানা কেনে লাল আনাত?

চম্পক। ঔ যে পথেদি গেছিল হিগু অঅর খুঁজিয়া পাইছে নি? আর ঔ খুজাত গিয়াউত্য মরি গেছি বেটা। নানি গো মা?

নিশা। অইতো পারে—অখন আতপা ধইয়া পড়াত বও। পিসি আইবা অখনউ।

(নিশা চলে যায়)

চম্পক। তুইন বিশ্বাস করছ নাতো কিন্তু ইখান সইত্য—সইত্য—সইত্য।

(ঠাকুমা ঢোকেন। স্নান শেষ)

ঠাকুমা। কিতা বা, কাইজ্যা অইগেছে, আতপা ধওয়া কুন সময়—পড়াত বওয়া কুন সময়?

চম্পক। আইচ্ছা দাদাই, কোনো বেটা মাইনষে যদি হিনান করিয়া নতুন কাপড় পিন্ধিয়া জঙ্গলী আত্তির লেঙ্গুর ধরতে পারে, তে বেজান টেকা পায় নায়নি গো?

ঠাকুমা। কে কইছে?

চম্পক। ঔত্য আজকে বল খেলাত গেছলাম। তে প্রফুল্লর রবাটর বল ইকটা ফাটা, তুরা বাদেউ বক্কাত। হেযে আমরা ডাণ্ডাগুল্লি খেলিয়ার, তখন নিতাই কাকার বাপে কইলা।

ঠাকুমা। কি গে?

পিয়ালী। নিতাই কাকার বাপে গো—

ঠাকুমা। ও আচার্য্য ঠাকুর।

চম্পক। (পিয়ালীকে) ইগু আচার্য্য ঠাকুর, হে মিছামাত মাতবনি গো?

ঠাকুমা। না, মিছা নয়।

চম্পক। ঔ হুন। নিজে জানছ না কিচ্ছু আর হক্কলতাত ভ্যালভ্যালি।

ঠাকুমা। তুমার সাহস তাইকলে তুমি লেঙ্গুর ধরতায় পারবায় আর সাহস না থাইকলে চিপা খাইয়া মরবায়।

পিয়ালী। তে হি বেটা ইগুর সাহস আছিলনি ডরাইয়া হাত্তির লেঙ্গুর ধরছে।

চম্পক। আর হাত্তি খাড়া অইলো যখন তখন যদি হে ফাল মারি দিত? তেউতো তারে বেঙ চেপটা করি লাইলনে।

ঠাকুমা। অয় বা ঠিক। অখন যাও আতপা ধও।

চম্পক। তুইন যাইছ একদিন নিতাই কাকার বাপর টাইন। দেখিছ বেটায় কতো কিচ্ছা জানে। আর ইতো মিছা যাত নায়, হাচাউ।

(কুয়োর দিকে চলে যায়। চম্পক আবার বেড়িয়ে আসে।) দাদাই তেরোয়াল ইকটা কই গো?

ঠাকুমা। অখন তেরোয়াল ইকটা দিয়া কিতা করতায়?

চম্পক। না মুরা ধইতাম।

ঠাকুমা। কই ফালাইয়া যাও থুরা খেয়াল করিও—পরে আবার খুঁজিয়া পাইতায় না।

(ঠাকুমা তেরোয়াল দেয়) চম্পক আবার কুয়োতলায় যায়। নিশা ঢোকে। হাতে চা।

নিশা। মা চা।

(ঠাকুমা অন্যমনস্ক) কিতা অইছে মা?

ঠাকুমা। না, ভাবিয়ার। আইজ যদি শ্যামার একটা কুন্তা অই যাইতো। তেউ ই সংসারর হালত্ থুরা ফিরানি গেলনে। ই পুরী ইকটায় মুখো রক্ত উঠাইয়া দৌড়ায়। হিদিন বুলে শংকরর লগে দেখা শিলচর। তে শ্যামায় কইলা বুলে বা শংকরদা, তুমারতবা বউত চিনাজানা। একটা লইন, করিয়া দপ্তওে না। কইর কিতা, আর অই গেলেগি হক্লেউ কইবা, ওত্য, আমি এন লগে তোর কথা কথা মাতছিলাম, হেনরে কইছিলাম। আর অখন পুরী ইকটায়—

নিশা। (কুয়োর দিকে তাকিয়ে) তুমরায় অখনো আইছে নানি রে?

পিয়ালী। *(বাইরে থেকে)* ঔ দেখো মা, বাইয়ে শার্ট বিজাই লাইছে।

চম্পক। *(বাইরে থেকে)* না গো মা, গাত জল হালাত গিয়া বিজি গেছে। ইস্ হকলতাত নালিশ আছে।

ঠাকুমা। ই শ্যামা ইটা ছুটো থাকি খালি পড়িতা, কালি পড়ার নিশা—তে পড়াই চতায় কিলা? যেতা পড়বার ঔ নিজে নিজেউ। এম. ই. পাশ কইল্যা। তেউ পাত্থরর গাড়ীত করি ত ইসকুলো যাওয়া সম্ভব নায়। আইজ পাইভেটে মেট্রিক পাশ করিয়া কিতা লাভ অইল? ইতা হক্লতাউ কপাল।

(পিয়ালী, চম্পক ঢোকে)

নিশা। ই অখন তোরে আমি গাত দিবার কিতা দেই ক' চাইন? *(ঘরে যায়)*

চম্পক। দাদাই মারে কওনা, পিসিয়ে যে নতুন জামাটা দিছইন—

পিয়ী। ইটা বাসন্তী পূজাত পিনবারর লাগি দিছইন পিসিয়ে—অখন পরলে অইত না।

চম্পক। ইতা বাসন্তী পূজার বেজান দেরী। আর আইজ পিসি আইয়া দেখবা নতুন জামা পিন্দিছি।

ঠাকুমা। দেও বা, দিলাও। আইজ এমনেউ মনউন ইতা বালা লাগের না। তেবো ইতা থাকুক্কা তারার মন মতো।

চম্পক। *(পিয়ালীকে)* পরমু তো।

(নিশা চলে গিয়েছে। এবার চম্পক পিয়ালী ঘরের ভিতরে যায়। মা একা বাইরে।

রাখালদের গান শোনা যায়—

"আইলামরে আইলামরে"।)

ঠাকুমা। ঔ নেওরে বা চম্পক তুমার উলার দল আইছইন।

(চম্পক ছুটে আসে। গায়ে কম দামী নতুন জামা লাগাতে লাগাতে দৌড় দেয়।)

ঠাকুমা। এ, ইলা বেউস্ অইয়া ছুটিয়ো রনারেবা। চম্পক—

(চম্পক হাওয়া। পিয়ালী আসে)

ই আন্ধাইর কই দৌড়াইল? ইগুর ডরউর নাই।

পিয়ালী। ডর! হিদিন ইস্কুল যাইবার সময় ইস্কেলদি বাইরাইয়া তিনটা জুনিয়ার সাপ একলগে মারি লাইছে।

ঠাকুমা। মাতছ্ কিতা?

পিয়ালী। অয় গো, বাকি হক্কলেতো ভাগিছইনছে একলা। ওমা, ঔদ্যাখ, উলার দল লইয়া ভাই আমরার বাড়ীবায় আর।

(চম্পক আগে, পেছনে উলার দলের ছেলেরা। উঠোনে ঢুকে ওরা ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকে। "আইলামরে াইলামরে;বড় বাড়ী আইলামরে;" গানটা শেষ হলে চম্পক দৌড়ে ঠাকুমার কাছে যায়। কি যেন বলে।)

ঠাকুমা। আরেকটা করবা।

(ছেলেরা আবার শুরু করে। শেষ হয়। নিশা ঘর থেকে চাল, একটা কাঁচকলা এনে দেয়। চম্পক ছুটে ঘরে যায়। ভেতরে কি যেন কথাবার্তা হয়। হঠাৎ চম্পক ছটে এসে রাখালদের প্রধানের হাতে পঞ্চাশ পয়সা দেয়। পিয়ালী ঘরের দরজায় থম্ মুখে দাঁড়ানো। রাখাল প্রধানের পেছন পেছন চম্পকও এগিয়ে যায়। নিশা ডাকে।)

নিশা। চম্পক, চম্পক—

চম্পক। আমি যারাম নায়।

(নিশা ঘরে যায়। চম্পক ধীরে ধীরে ঠাকুমার পাশ ঘেষছে।)

পিয়ালী। আইজ আও।

ঠাকুমা। কিতা অইছে?

পিয়ালী। হে আমার ডিব্বাত থাকি আটআনা পয়সা লইয়া দৌড় দিছে।

চম্পক। আমি কইছি তো, পিসি আইলে লইয়া দিলাইম।

পিয়ালী। আইজ আউক্যা পিসি।

নিশা। *(ভেতর থেকে)* তুমরা আইতায়নির পড়াত?

ঠাকুমা। চলোবা চলো—পড়াত না দেখলে পিসিয়ে আবার রাগ করবা। ইয়ো পিয়ালী, ঘাটা ওকটা লাগাও চাইন।

(পিয়ালী গেট লাগাতে যায়। নিরঞ্জন ঢোকে)

নিরঞ্জন। পিয়ালী—

পিয়ালী। কিতা কাকা?

নিরঞ্জন। নে স্বপনে মাছ পাঠাইছে। আর হুন, তোর দাদাইরে কইছ স্বপনে কইছে তার আইতে থুরা দেরি অইরো।

পিয়ালী। আইজ হক্কলেউ দেরী করিতরা। কিতা মাছ কাকা?

নিরঞ্জন। ইতা গাঙ্গুর মাছ। বালিখাউড়ি, হিলচাট্টি, লাচর বাচ্চাইন। আইজ তুমরার বাড়ীত কিতারে?

পিয়ালী। কেনে কুনতা নায়তো?

নিরঞ্জন। না, মাছউছ কিনা অর। স্বপনে দেখি আবার একটা শাড়ীও দাম করের। অর দামের মাছ—

পিয়ালী। ই কয়টা মাছর আবার দাম কিতা?

নিরঞ্জন। ইগুইন লইয়া শিলচর যাও, দেখবার, পৌঁছতায় পারতাম না।

পিয়ালী। কেনে?

নিরঞ্জন। ইতা মাছ শিলচর মিলে নি? মিলে না।

পিয়ালী। তে মাইমাল হক্লে শিলচর নেই ন না কেনে?

নিরঞ্জন। ইনর মাছ শিলচরর পৌঁছবার আগে পথউ পচ ধরি লায়। যাইতাউ পারইনা।

ঠাকুমা। *(ভেতর থেকে)* কার লগে মাত্রেগো পিয়ালী?

পিয়ালী। নিরঞ্জন কাকার লগে। ছুটো কাকায় মাছ পাঠাইছইন।

নিশা। *(বেরোয়)* আইচ্ছা দেও। তুমি পড়াত যাও। *(পিয়ালী চলে যায়)*

নিরঞ্জন। আমি আরো বাবিয়ার, দাদার বাড়ীত আইজ কুন কর্তউর্ত না কিতা।

নিশা। না, বর্তউর্ত নায়। চম্পকের বাপরে দেখলায় নি?

নিরঞ্জন। সুখেন দা তারারে তো দেখছি। চক্রবর্তী আইছে, কিতা বাক্কা গরম গরম মাত অর।

নিশা। গরম গরম? *(ঠাকুমা ঢোকেন)*

ঠাকুমা। কিতা অইছে বা?

নিরঞ্জন। ঔ গাছকাটা লইয়া চক্রবর্তীর লগে কিতা মরবার লাগছে।

ঠাকুমা। দরবার?

নিরঞ্জন। না দরবার না, কিতা মাত অর।

ঠাকুমা। সুখেন কই?

নিরঞ্জন। আছইন হিনো। অখন থুরা ঠাণ্ডা হইছে। সাপ্লাই দিতা পারছইন না কিতা লইয়া ভেজাল। মাছ দিলাম, কাম শেষ। অখন যাইয়ার গি। কাইলকু সকাল দশটাত পালর দুকান হাত্তি খেদাইবার মিটিং, আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। যাইগি।

(গান গেয়ে চলে যায়)

ঠাকুমা। আমি আগাইতাম নি গো?

নিশা। তুমি গিয়া কিতা করতায়? হে কিতা হুনতে কিতা হুনছে। তুমারে কয় আত্তি খেদাইনির মিটিংও যাইতায়।

ঠাকুমা। নাগো, আমি থুরা যাই। কয়দিন ধরি হুনিয়ার, কিতা একটা গণ্ডগোল অইত পারে। আমি আগ্গাই একচক্কর।

নিশা। আন্ধাইর যাইও না তে। লেম একটা লও চাইন।

(পিয়ালী লেম নিয়ে আসে।)

পিয়ালী। ভাই গুমাই যায়। *(চলে যায়)*

নিশা। ঔ চাটিতঔ নি বে?

ঠাকুমা। আমি আউগ্গাই, তুমরা চিন্তা করিও না। অকন বাজের কয়টা গো?

নিশা। কিতা কইতায়?

ঠাকুমা। শ্যামা আইলা না। নেও, তুমরা চিন্তা করিও না। পাকউক শেষ করি লাও। আর চম্পক ইগুরে খাটো তুলি লাও। হারাদিন কমর তেরোয়ার লইয়া বেটাগিরি আর সন্ধ্যা অইতেউ বেক্কাত—*(চলে যায়)*

নিশা। পিয়ালী, ভাইরে খাটো তুলিয়া আমারে লেম আরম্পা লেনজিদা খান দিয়া যাও।

পিয়ালী। *(ঘরের ভিতর থেকে)* ও ভাই ভাই একটু উঠচাইন। ঘাটো উঠিয়া ঘুমাও। ঔ দেখ আবার কাইত অও যার। ধুর বা।

নিশা। পিয়ালী, থুরা ছালি তৈ চাইন। আর এক বালতি জলে তুলি দিয়া তুমি পড়তে যাওগি।

পিয়ালী। বালতি জল তুলা আছে।

নিশা। বাইরে গাটর মাজে নিয়া মশইর ইকটা টাঙ্গাইয়া দিলাও। পরে পিসি আইয়া খাওয়াইবানে।

(পিয়ালী চলে যায়। বাইরে কথা শোনা যায়)

পিয়ালী। *(ভেতর থেকে)* অউ শোওয়াইয়া দিয়া গেলাম আর ঔ দেখ খাটর ইউ মাতাত গেছিগি। ও বাই, মধ্যে যা না বে। বালা লাগে না। ওবাই, বাই.....

(নিশা কুয়োতলায় যায়। বাইরে কথা শোনা যায়। অনেকগুলি কণ্ঠ। নিশা উঠে দাঁড়ায়।)

নিশা। পিয়ালী, ও পিয়ালী — অবায়দি আয় চাইন।

পিয়ালী। *(ভেতর থেকে)* আইয়ার।

(বাইরে কথা আর স্পষ্ট হয় নিশা অস্থির)

নিশা। কিতারে?

পিয়ালী। *(ঢোকে)* বাপরে বাপ, মশইর ইকটা গুঞ্জিবার দিবার তো।

নিশা। দেখচাইন।

(পিয়ালী গেটে এগিয়ে যায়। বাবা দাদাইর গলা বুঝতে পারে।)

পিয়ালী। বাবা তারা আইতরা। ওমা বাবারে ধরি ধরি আনিতরা কেনে?

নিশা। কিতা কছ?

(নিশা ছুটে গেটের পাশে যায়। পায়ে গেলে বটিদা পরে যায়। পাথরে শব্দ হয় লোহার। ততক্ষণে ঠাকুমা গেট-এর কাছে এসে যান।)

ঠাকুমা। আনো, তারে ধরি ধরি আনো, পেশারর রুগী।

(সবাই ঢোকে। সুখেনকে ধরে কৃপেশ, স্বপন।)

পিয়ালী। দাদাই, দাদাই বাবার কিতা অইছে?

সুখেন। আইচ্ছা আমারে ধরি ধরি আনা লাগত নায়।

(পিয়ালী ভরে প্রায় কেঁদে ফেলে

আইচ্ছা ইমাইয়া ইকটারে ভয় দেখাইয়া কিতা অইত।) ছাড়ো আমারে

(নিশাকে উৎকণ্ঠিত দেখে)

কিচ্ছু অইছে নায়। চিন্তার কিতা। ই-চক্রবর্তীর কাম না থাইকলে চৌধুরীর কাম করমু। দেখি ছাড়ো আমাদের, বইবার দেও। এক গ্লাস জল আনো চাইন গো মা। পিয়ালী তোর কৃপেশ কাকারে বইবার দেও। *(স্বপনকে)* স্বপন তুই যাগি। তোর দুকানো বাক্কা ভিড়। আর হুন, তারা মাতিলে তুই কুস্তা মাতিছ না।

(স্বপন দাদাকে বসিয়ে ভেতরে চলে যায়। মা জল আনেন। স্বপন ফিরে আসে—পকেটে কিছু একটা ঢোকায়।)

স্বপন। অইলে নিপু আইজ চক্রবর্তী লগে গাড়ীত উঠি শিলচর যাইত আর নায় ইনো তার রওয়া বার করি দিমু।

সুখেন। স্বপন—স্বপন—

ঠাকুমা। স্বপন, আমার কিরা, কাঁচাকাস্তিরর রিকতা, কুস্তা মাতিলে আমার মরা মুখ দেখবায়।

স্বপন। খালি গরো বইয়া কিরাদি বান্দি থইও। আইজ নিপু সাহস কতখান, হে দাদারে কয় শুয়াখাউরি মাছর লাখাইন ফর—ফর করিছ না।

ঠাকুমা। কিয়র লাগি?

স্বপন। নিপুতারা জানি লাইছে, আইজ শ্যামার ইন্টারভিউ, তারা ভাবের দাদায় হউ গরমে—

কৃপেশ। আ দূর বাফালাই থ—নিপুয়ে কিতা আইজ তার গরমে মাতের নি? চক্রবর্তীর লগে থাকি থাকি হে ভাবের চক্রবর্তী তারে ইজারা দি দিব। হালার লাউয়া।

ঠাকুমা। পাঁচজন? পাঁচজন কানো গো? ই-বস্তিত এক ঘর মানুষ আছইন নি? চক্রবর্তীর ডরে হক্কলে ঐ দুন্দুবুড়ীর গাত তুকাইরা। শুয়রয় বাচ্চাইন।

কৃপেশ। অইছে বা ফালা—সুখেনে তো কইছে যেতা কইবার।

স্বপন। কৃপেশদা, ইতারে পয়লাউ গলা পারা মারি ধরা লাগে। এক পানবিড়ির টঙ্গি ঘর লইয়া ঐ চক্রবর্তী এ যেতা করছে — খালি দাদার লাগি নায় ঐ নিপু তার বাপ সহ হক্কলটিরে উন্দালো হারাই দিলাম অয়।

(বাইরে গলা। ''সুখের সুখেন আছ নি বা?'')

সুখেন। কে, দুলালদা নি বা?

স্বপন। ঐ আরেগু, ভট্‌র বাইচ্ছা। হালা দুইমুখি সাপ।

ঠাকুমা। ফালা বা, মাতিছ না।

স্বপন। আমি যাইয়ার গি। ই কুয়ার পারো লেম ইগু কিতা?

ঠাকুমা। ও ধুরো, ইতা মাছ কাটাত আছলা। নিশা গো—

স্বপন। মা আবার গুয়া ইকটাইন — *(চলে যায়)*

ঠাকুমা। অয়, নিশা গো গুয়ার খাড়ি অকটা লওচাইন — *(ঘরে যায়। দুলাল ভট্ ঢোকে)*

দুলাল। কিতা বা, বাক্কা দেখি চেচাইয়া মানুষ উনুষ দলা কইরা লাইছ।

কৃপেশ। আমরার কথাত মানুষ দলা অইন তামসা দেখাত। বউকা, বউকা। *(বসার আসন দেয়)*

দুলাল। না, তে অইল কিতা?

সুখেন। কিতা অইত? চক্রবর্তীর লগে মাত আছিল গাছর খুটি কয়টা কাটিয়া দেওয়া অইত। হারাদিন জঙ্গলো ইতা খুটি-জুগার করছি। গাড়ী নাই, গাড়ী নাই, আইতায় কিতাত? আক্তা গুলা লাইমলে হারিদিনর মেহন্নত ইতা বেক্কার। টুকো বইয়া দেখি টিল্লার নীচে আত্তি দলাঅর। আর আমরার কয়জন কাঠর গুড়িইন লইয়া বওয়াত। হেসে মকন্দসর গাড়ী ''নিদারুণ সায়রা'' ৩৫৬২ যাওয়ার কুনমতে আইছি। আর নীচে আইয়া দেখি চক্রবর্তীর ফাতফাতি গুসা।

দুলাল। গুসা কেরে?

কৃপেশ। হে ঝউকরা, পাখীরাঙা বলাক ইতা চাইছে না।

দুলাল। চাইছে না? তাইলে?

সুখেন। তার কথা অইল জঙ্গলর ঐ শালর গাছ ইকটাইন যে লাগানি অইছে ইকটাইন তারে কাটিয়া দিলাইতাম।

কৃপেশ। হে মনলয় কুনবায় কথা দিলাইছে শালর খুটি দিত।

সুখেন। হি তার যেছাতা মারাইয়া খাউক কাশিনগর — আমরার কিতা?

দুলাল। আর ইটাইন যখন বিডিউ আর ফরেষ্টারে জঙ্গলো লাগায় তখন চক্রবর্তীউ নু লম্বা গলায় বক্তৃতা দিয়া কইছিল — ইটাইন যেমন পইত্যেকের পুলামাইয়ার মতো — কেউ যেমুন ইটাইন্‌ত জিংলার বারিও না দেয়। আর হে ঐ অখন ইটিরে কাইট্টা লাইত চায়? তার পূলা মাইয়ারে?

কৃপেশ। হি নায় চক্রবর্তী-হে মহালদার শিলচর থাকে জঙ্গলোর লাগি তার মায়া কিতা? কিন্তু নিপু? হি শুয়রর বাইচ্চায় কয়—

সুখেন। না দুলালদা কথা ইটা নায় যে শালগাছ কাটা অর না। অর। আরে ঐ তো বা হদিন চক্রবর্তী নিজে উবাইয়া শালর খুটি কাটিয়া লইয়া গেলগি। কিন্তু তারে তো বা ফরেষ্টেও ধরে না। ঐ দেযুন হে আইজ বর পালর গদীত, সনাতন, নিপু — মদ মাংস ইতা সাপ্লাই অর —

কৃপেশ। আবার হেউ কইব, জঙ্গলর গাছ কাটলে আত্তি নামবেই।

সুখেন। দুলালদা, আমরা কাটি অভাবে আর হে কাটে তার স্বভাবে, তার কাইছলতে। একটা কাইটলে যেন অর হে দশটা কাটাইব।

দুলাল। আর হে ঐ নি আত্তির ওর দেখায়? আরে হে তো শিলচর বইয়া টেকা গনব, আমরার ঘর আটকাইবো কেটায়? আইচ্ছা যেতাই হউক, দেখি মইত্যা দেখি তার লগে।

সুখেন। না, তার লগে মাত কিয়র? খালি ই গাছর দামটাইন দিবো অউত্য শেষ। চক্রবর্তীর লগে গাছ-কাটার কাম আর না। লাইগলে কুয়ারীত পাথর তুলমু ঠিকাদারী করমু, তবু তার লগে সুখেন দাস আ না।

দুলাল। তৈলে তো বা—

ঠাকুমা। বও বা দুলাল, থুরা চা খাইয়া যাও।

দুলাল। না না অত রাইতে আবার চা কিতা? আমি তো বাব্বুদ্দি বাড়ী থিক্যা খুব একটা বাইরইন না। কালকে সকালে আত্তি খেদাইবার মিটিং শুইন্যা আমি আর নিরঞ্জন বাইররইছলাম হক্কলরে কওয়াত। তখন গণ্ডগোল শুইন্যা আউগ্গাইলাম অইত্য। আইচ্ছা যেতাই হউক, আউজকা আর বাইরই অ না। আমি উডি।

কৃপেশ। আমিও উঠিরে। তোর টেকা ইগুইন নে।

সুখেন। টেকা? টেকা আনলে কেনে?

কৃপেশ। কেনে? হুন, আগর দরে যেউ একবার টেকার কথা কইছে আমি কইছি "দেও"। হে অততা মাত মাতিয়া টেকার গরমাই দেখানিত গেছে। ভাতিতেউ পারছেনা আমি লগে লগে কইমু, "দেও"। হক্কলেরর সামনে নাও করতের পারে না, দিছে বার করি। তুমরা মাতিত্রায় আমি টেকা লইয়া সই দিদিছি। দূর বা, টেকা না লইলে তার উত্য লাভ। কাঠও হে নিব টেকাও দিত নায়। আইচ্ছা।

দুলাল। না না টেকা নিয়া বালাই করছ। নাইলে তার বেটার কিতা? আরে হুনো—রাইগ্যা গিয়া চুররে হিকাইবার লিগ্যা তুমি কিতা দরজা উদাম কইরা রাইখ্যা দিবায় নি কিতা? নেও নেও মাথা ঠাণ্ডা কর।

সুখেন। মাথা গরম নায় দুলাল দা — কিন্তু মাঝে মাঝে কওয়া উচিত। তারা তো বা আমারে মানুষ করিউ ভাবে না।

দুলাল। না রনা অতটাউ যে কইছ সাহস আছে।

সুখেন। সাহসের পুরস্কার অইলো, পেট হুকাইয়া মরি গেলেও চক্রবর্তীয়ে আর কাম দিত না।

কৃপেশ। এ জঙ্গলো কিতা কমা নাইনি বে?

সুখেন। আছে আছে আবার কমবেশ হক্কলেউ ঔ চক্রবর্তীর লাগান যাইতায় কই রে সুনা? আইচ্ছা যা, যাইমু কালই মিটিং যাইমু।

দুলাল। অয় অয় যাইতায় না কেরে? যাইবায়। আরে ইটাতো আর চক্রবর্তীর মিটিং নায়। বস্তি পরিষদের মিটিং যাইবার। আইগ্যা বাব্বুদ্দি।

ঠাকুমা। আই বা দুলাল মাঝে মাঝে। তুমি তো একেবারেউ আও না।

দুলাল। আমি তো বিশেষ একটা বাইরই না। লও কৃপেশ চলো উডি।

(কৃপেশ সুখেনকে বিড়ি দেয়)

সুখেন। না, না অখন খাইতাম নায়। ভাত খাইতাম বা। বেজান খিদা লাইগছে।

দুলাল। অয় অয় খাও। হারিদিন পরিশ্রম করছ, খিদা তো লাগবই। লও কৃপেশ চল।

(ওরা পেড়িয়ে যায়। সুখেন মাকে টাকা দেয়। পিয়ালীর দিকে তাকিয়ে হাসে।)

সুখেন। দে চাইন গো মা। পিট-অকটা থুরা ডালি দে। যে ধুইল জইমছে।

(পিয়ালী তাই করে। মা বসেন)

ঠাকুমা। ই অততঃ মাতো যাও কেনে বা? অততা মাতিয়া পারাবায় নি? তারা যে যেছাতা মাতৌক।

সুখেন। যেছাতা নায় গো মা, আমরারে কয়, অঅমরা বুলে জঙ্গলো হামাইবার সুযোগ পাইয়া ডাকাইত অই গেছি আর তারার লগে বেইমানি করিয়ার। আরে বেটা বেইমানি আার ইমানদারি ইগ্যে কিতা বুঝের। ছয় লাখ টেকা দিয়া মহাল রাইক্ছে জঙ্গলোর কুটাটাইনও বাছিলার। বড় বড় মাত আছে মুখ। জুড়ে জুড়ে ঘষরে মা। মাছ পাঠাইছে বুলে স্বপনে?

ঠাকুমা। অয় বা।

সুখেন। পাক অইগেছে নি?

ঠাকুমা। অই যার বা। তুমি হিনান করি লাও। যাও চাইন পিয়ালী মারে গিয়া কও বাবায় হিনান করি লাইলে ভাত দিলাইতা।

সুখেন। শ্যামা আইলা না যে। ইতো বাক্কা চিন্তার কথা। খাইয়া একবার বারাইমু।

ঠাকুমা। না, স্বপন আছইন দুকানো। তুমার আরা বারনি লাগত না।

সুখেন। অতো চিনাতা করিও না তে। জঙ্গলোর কাম না থাইকলে নিজর দুই-কিয়ার জমিন নিজে চাইমু। স্বপনর পানর দুকান থাকি বাজার খরচ অইব। দেখগি চক্রবর্তীর গুসা শেষ। হেউ অখন পস্তার।

ঠাকুমা। হে পস্তাউক, আমার পুসয়ার লাগি আমার যেমন পস্তানি না লাগে। যাও হিনান করি লাওগি যাচ। পিয়ালী, বাপর কাপড় অকটাইন লইয়া যাও।

(পিয়ালী যেতে যেতে দেখে বিধ্বস্ত শ্যামা ঢোকে। সারাদিনের ক্লান্তি চোখে মুখে।)

পিয়ালী। মা পিসি আইছইন।

(ততক্ষণে মা, নিশা দরজায়।)

সুখেন। কিতা রে অতদেরী?

শ্যামা। দেরী-গাড়ীর ভেজাল। ট্রাক নাই, আইতায় কিতাত?

ঠাকুমা। পথো আত্তি লাই মছিল বুলে?

শ্যামা। কি জানি। আমি পাইছিনা। দেখি ঘরো যাইবার দেও তে।

(ভেতরে চলে যায়। নিশাও চলে যায়।)

ঠাকুমা। কিতা ইলো?

সুখেন। যেতা অইবার অইছে। তখন তাইরে থুরা জিরাইবার দেওতে। হারিদিন খানি দানি অইছে কিনা কিতা কইবায়। আমি হিনানা যাই গি।

(যেতে চায়। শ্যামা বেরোয়। কুয়োতলায় যায়।)

পিয়ালী। পিসির কিতা অইছে বাবা? চাকরী অইছে নায় নি?

সুখেন। অখন মাতিও নাতে। পরে অস্তে অস্তে হুনবায়।

(নিশা ভেতর থেকে ডাকে।) ("পিয়ালী")

পিয়ালী। যাইয়ার।

(বেড়িয়ে যায়। এক আশর্য্যে নীরবতা। মা বারান্দায়। সুখেন বুঝতে পারে না কি বলবে। হঠাৎ মনে হয়।)

সুখেন। স্বপনর লগে দেখা অইছেনিরে?

শ্যামা। অয়। *(আবার চুপ)*

ঠাকুমা। ইবার না অইলে, হাচাউ পুরী ইগুয়ে বড় দুখ পাইব। ই অতদিন বিনা পয়সায় খানিয়া আর অখন যদি না অয়।

সুখেন। কিতা যে কুনবায় অর কেউ কইত পারে না। চাকরী আর জঙ্গলর মউ খুঁজানি এক এক অই গেছে।

(হঠাৎ নিরঞ্জন গেটে।)

নিরঞ্জন। শ্যামা আইছে নি?

সুখেন। অয় আইছে।

নিরঞ্জন। কুন সময় আইলো। আমি তো ট্রাকর স্টেন্ড দাঁড়ানি।

সুখেন। আইছে। মনোলয় তুমি খেয়াল করছ না।

(শ্যামা কুয়োতলা থেকে বেড়িয়ে আসে। নিরঞ্জনকে দেখতে পায়। নিরঞ্জন সলাজ হাসি হাসে।)

নিরঞ্জন। কেমন অইছে?

শ্যামা। বালা।

(নিরঞ্জন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে পারে ও এখন ব্রাত্যজন। ধীরে ধীরে চলে যায়।)

ঠাকুমা। যা, হিনান করিলা।

সুখেন। অয় যাইয়ার।

(কুয়োতলায় যায়। ঘরের ভিতর থেকে শ্যামা ও নিশার কথা শুনা যায়।)

নিশা। শ্যামা ভাত খাইলাইবায় নি?

শ্যামা। খাইমু। স্বপন আউক।

নিশা। আমরা তো বেজান চিন্তাত পরিগেছলাম। পথো আত্তি লামছে। গাড়ী কম। তুমার দাদায় কইতরা—

শ্যামা। বৌদি, আমার পুষ্টাপিসর একটা বই আছিল যে বাক্সত?

নিশা। নাই নি? আমি তো?

শ্যামা। *(বাইরে আসে।)* মা বাক্সর ভিতরে আমার পুষ্টাপিসর একটা বই আছিল দেখছ নি?

ঠাকুমা। ই অত রাইত বইদি কিতা করতায়? কাইলকু সকালে—

শ্যামা। না থুরা কাম আছিল।

(আবার চলে যায়। মা গভীর দুশ্চিন্তায়। যেন কোন অপরাধ করেছেন। সুখেন আসে।)

সুখেন। পিয়ালী তোর মারে ভাত দিলাইত ক। শ্যামা খাইলাইতেনিরে.

শ্যামা। তুমি খাও। আমি থুরা পরে খাইমু। কাম আছে। *(ভেতর থেকে।)*

সুখেন। খাইলাছ না বা আগে। পরে কাম করবে নে।

ঠাকুমা। পিয়ালী বাপর খানির জেগা করো। অউঅন দিলাও।

সুখেন। অয় দিলাও।

(পিয়ালী পিড়ি পেতে দেয়। জল ছিটিয়ে জায়গা করে। মা সুখেনকে ডাকেন।)

ঠাকুমা। আইও বা।

সুখেন। *(পিয়ালীকে)* আও গো মা। ভাইয়ে খাইয়া ঘুমাইছইন নি?

পিয়ালী। ভাইয়ে? পড়াত বইয়াও ঘুমাইগেছে।

সুখেন। তে তো হে পন্ডিত অইবউ।

ঠাকুমা। ফালাও বা।

(ভাত মুখে দেবে, দেখে শ্যামা দরজায়।)

শ্যামা। দাদা, আমার পুষ্টাপিসর বইঅর ভিতর থাকি ৩০০ টাকা কে নিছ?

সুখেন। টেকা?

শ্যামা। অয় ৩০০।

ঠাকুমা। আইচ্ছা, ইতা মাত খানির পরে অইলে অয় নানি?

(শ্যামা সন্দেহের চোখে মার দিকে তাকায়।)

শ্যামা। বক্সর চাবি তোমার কাছে থাকার কথা। বাক্স খুলা, টেকা নাই—

নিশা। টেকা?

শ্যামা। কথাটা হুনছ না কুনদিন? আমার ৩০০ টাকা পুষ্টাপিসর বইঅর ভিতরে আছিল। কই গেছে?

সুখেন। অখন, তুই টাকা দিয়া কিতা করতে?

শ্যামা। অখন করি আর তখন করি — যখন করার করমু কিন্তু আমার টেকা গেল কই? একটা একটা করি টেকা জমাইয়া ৩০০ টা টেকা করছি। আর আইজ সময়ে গিয়া দেখি ঘরর মাইনষে বান কাটি-দিছইন।

ঠাকুমা। হারিদিন বাদে পুয়াইকটা খানিত বইছে, অখন ই সমস্ত কথা তুলাউ লাইগব?

শ্যামা। হারিদিন? হারিদিন আমারেও কেউ সিনেমা হলর ব্যালকুনীত বওয়াইয়া রাখছে না। আমিও রইদোর মাঝে শিলচরর ইমুড়া থনে হিমুড়া পর্য্যন্ত ছুটিছি। হিতা বাদ দেও, তুমরা কেউ নিছ আমার টেকা টাইন?

(মা চুপ। সুখেন ভাতের থেকে হাত তুলে নিয়েছে। পিয়ালী অপ্রস্তুত। খিদেও পেয়েছে, অথচ খেতে পারছে না।)

শ্যামা। অ, তে তুমরা কেউ জানো না? ঘরর মধ্যে থাকি সব রাখিয়া খালি আমার ৩০০ টেকা কে এমন চুরি করি নিবো?

(সুখেন মুখ তোলে।)

সুখেন। অয় আমি নিচ্ছি।

শ্যামা। তুমি?

নিশা। তুমি টেকা দিয়া কিতা করছ?

সুখেন। আমার দরকার পরছে, আমি নিছি। আমার বইনর টেকা, আমি নিছি।

শ্যামা। বালা করছ। বইনর টেকা নিছ বালা করছ। আমারে একবার তা কইলায় না? ভাবছ কইলে যদি না করি। আইজ পর্যন্ত টিউশনি করি, পুষ্টাপিস কাম করি যে পন্চাশ;যাইট টেকা পাইছি দিছি না তুমরারে? রাখছি নিজর লাগি? তে কেনে আমারে জিগাইলায় না কও?

ঠাকুমা। না টেকা সুখেনে নিছইন না, নিছি আমি।

শ্যামা। ঔত্য একজনে আরেকজনের দুষ ঢাকাত লাইগেছ। তে দো জনেউ জানো, আর আমারে ফাকি দিছ।

নিশা। শ্যামা, তারা খাউক তুমি খাও। পরে বইয়া মাতবায় নে।

শ্যামা। মাততাম? কিতা মাততাম বৌদি? তুমি তো একবার আমার কথাটা বুঝতায় আছলায়।

নিশা। তুমি বিশ্বাস কর, ইতা আমি কিচ্ছু জানি না।

শ্যামা। আমি আর কিচ্ছু বিশ্বাস করি না বৌদি। মাইনষরা ঘরো টেউশনি করি করি টেকা পাইয়া নিজর লাগি তো একটা তেনাও কিনছি না কুনদিন। ইত্য ভাইজি ভাইপুত ইতারে দিছি তারা যেতা চাইছইন। এর মাঝেদি জমাইছি টেকাটাইন যেতার লাগিউ নিছইন একবার তা জানাইলা না আমারে। বাবিছইন দিতাম না। আইজ দাদায় আমারে। —

সুখেন। শ্যামা হুন —

ঠাকুমা। না আমি কই —

শ্যামা। দ্যাখো বৌদি — দুইজনে দুইজনরে বাচাইবার লাগিয়া কিলা করিত্রা দ্যাখো। আর আমি যে একজনোর পেটের পুরি, আর একজনের একমাত্র বইন, আমি আগ্লা অই যাইয়ার।

ঠাকুমা। কথা হুন তে।

শ্যামা। কও

ঠাকুমা। স্বপনর পান দুকানর টঙ্গিঘর করার লাগি—

শ্যামা। এ্যাঁ — স্বপন ও —

ঠাকুমা। কথা হুন

শ্যামা। না, আর আমি কিচ্ছু শুনাত নাই। আইজ স্বপনের দুকান অওয়ার দুইমাস অই যার গি আর অতদিন তুমরা আমারে লুকাই রাখি দিছ?

সুখেন। হুন, ভাইবছি এর মাঝে চক্রবর্তীয়ে টেকাটাইন দিলাইলে আবার রাখি দিমা।

শ্যামা। আমারে কইলায় না কেনে? স্বপনর দুকান অইত তারা রুজগারর পথ করতায়।। হি তো বালা কথা। নেওনা কিন্তু কইলায় না কেনে?

সুখেন। কিতা?

শ্যামা। চুরি বুঝ নানি? আইজ আমার কথাটা ভাইবছ নি? ভাইঅর লাগি টেকা চুরি করাত আইয়া বইন ইটর চেহারা চউখ্য ফুটিছে না একবার? ইগ্যে যে রইদে বানে ঘুরের পাগলের মত। মায় না অয় তান ভবিষ্যতরর কথা ভাবিয়া স্বপনরে টেকা দিদিছইন, কিন্তু তুমি দাদা অইয়া ই-কি কইল্লায়?

নিশা। শ্যামা, হুনো —

(সুখেনকে চুরির কথা বলার পরই সে আস্তে আস্তে ভাতের পাত ছেড়ে বেড়িয়ে আসে। মা হতভম্ব। স্বপন ঢোকে।)

স্বপন। দাদা, দুলাল ভট্টে কইলা আত্তির পাল বুলে ইস্কুলে ঘরর টিল্লাত —

(দেখতে পায় পিয়ালী বসে আছে। ভাতের থালা সাজানো। দাদা দূরে, মা পাথর।) কিতা অইছে দাদা?

শ্যামা। তোর পান দুকানোর টঙ্গিঘর করার সময় আমার পুষ্টাপিসর বই থাকি ৩০০ টেকা দাদায় চুরি করি তোরে দিছইন। জানছ?

স্বপন। দাদায়?

শ্যামা। তুই জানতে নায়?

স্বপন। না, দাদায় তো —

সুখেন। স্বপন, তাইরে কথবার দে।

শ্যামা। অয়, অয় পাগলরে বক্‌তে দে। তোমার কিতা করছ বে আমার লাগি? প্রাইভেটে পাশ করছি আমি। বই কিনার টেকাও চাইছি না কুনদিন। নিজে নিউশনি করি জুটাইছি। একটা পয়সা আমার নিজর করি রাখছি না। আর মাত্র ৩০০ টেকা ইগুইনইতও তুমরা থাবা মারি দিছ? মারে, পুলায় হক্কলে মিলিয়া পুরী ইগুরে —

স্বপন। তুই অখন টেকা দি কিতা করতে?

শ্যামা। হুনতে? হুনার মতো বুকুর পাটা আছে, তোর? হুন, পুষ্টাপিসর চাকরী ইকান আমার অইত নায়। আর একটা পথ আছে। শিলচর রামদেও রবিদেও রবিদাস করিয়া ডি. আই আফিস কাম করে একজন। শংকরদায় আমারে তার লগে মিলাই দিছে। হে কইছে তার লগে গৌহাটী গেলে হে আমারে লইয়া আটাআটি করবো। অইবার চান্স আছে।

সুখেন/স্বপন। কিতা?

শ্যামা। অউ দ্যাখো। তুমরারে না কউলেউ বালা আছিল। সুজা গৌহাটী যাইয়ার করিয়া ঘুরিয়া আইলে ওউ চাকরীর পয়সাত দেখলায় নে কুন লাইজ্জা নাই। আর লইজ্জা লাগলে দেও বিশ হাজার টেকা। পারবায়? পারতায় না। সিয়ান দুই ভাই মা থাইকতে আইজ আমার গতি কিতা অইব একবার ভাইবছ? তুমরা তো তুমরার ভবিষ্যৎ আটাইলছ বে। আর আমার? তুমরার বাড়ীর বৌ, বাইচ্চাইনতর তলে চাকরর মত বিনা পয়সায় খাটিয়া দিতাম?

ঠাকুমা। শ্যামা, বউত্তা মতিলাইরে বড় করিয়া।

শ্যামা। ও, আমার বড় কথাত তুমার গাও ঠুয়া উঠের নায়নি? তে আমারা বাক্‌সত থাকি টেকা চুরি করার সময় লাইজ্জা লাগছে না? তিনজনে যুক্তি করি — তুমরা কিতা ভাবছ বে? আমি গাঙ্গো পরি মরি যাইতাম? ইকান মুখ ফুটি কও না কেনে? তুমরার উপরে খাইসয়ার পরিয়ার

ঠাকুমা। অত তাউ বুঝি লাইছ যখন, তে বুঝতায় পারছ নানি নিজর পথ কুনবায়?

শ্যামা। না আগে বুঝছি না। আইজ বুঝছি। ট্রাক থনে নামি গেছি চণ্ডীগাট হাসপাতালের অন। তারপরে আটি আটি জঙ্গল্যের মঝে দি আইছি। যদি আত্তির সামনে পরি আর শেষ আইয়াই। ইতা আত্তির পালেও চাইলা না। আর ঘরে আইয়া দেখি, নিজর বাইলশ্‌র ভিতর থাকি সাপ বারইয়া আমারে ছুরল দেয়।

সুখেন। হুন, শ্যামা, তরে কইছি না কেনে? আইজ কুন মুখে কইতাম ক? তর কষ্ট আমরা বুঝিয়ার না? আইজ স্বপনর যখন টেকার দরকার, চক্রবর্তীয়ে দিল না পালে দিল না। স্বপনে তো দুলাল ভটর টাইনও গেছিল। কেউ দিছে না জানস। অকন তরে কিলা কইতাম ক?

শ্যামা। যেছাতা মাতো — অকন আর কুন কাম অইত না। আমার পথ আমি বুঝিলাইছি।

ঠাকুমা। বুঝি লাইছউ যখন, তখন নিজর পথে দি নিজে হাটা শুরু করি দেও।

শ্যামা। তুমি মা নিগো? বুড়াকালো বালা থাকতায় করি পুয়াইনতর চুরিত ও রাজি অই গেছ গো। নিজর বাচ্চাইন নিজে ধরি খাইলাইত্রায়।

স্বপন। শ্যামা।

শ্যামা। গলা চেচাইতরে নায় নি? চুরর বড় গলা।

(বেগে ঘরে যায়। টিনের বাক্স নিয়ে আসে। ছুঁড়ে ফেলে উঠোনে।)

মাত্র ৩০০ টেকা রাইছিলাম অউ বাক্‌সত কে নিল? বুকুর পাটা থাকলে কও কও অয় আমি নিছি কও।

স্বপন। অয় আমি নিছি।

শ্যামা। *(পাগলের মতো)* বা বা বা যাত্রা লাগাই দিছ দেখি, যাত্রা! মায় কইরা আমি নিছি, বড় পুয়ায় কইরা তাইন, আর ছুট পুয়ায় বড় মানষি দেখাইতরা! চুরর জাত—

(কখন চম্পক উঠে এসে পিয়ালীর পাশে ঘুমচোখে দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ্য করা যায় নি।)

ঠাকুমা। শ্যামা, মুখ ভঙ্গি ফালাইদিমু তোর।

শ্যামা। ভাঙ্গিতায় নায়নি? ঔ মুখ থাকি সইত্য কথা বারই গেলেনু। নিজর লাগি পুয়াইনতর চুরির কর্তন গারায় হিখান নু বারই যাইবো।

ঠাকুমা। তোর মুখ থাকি কিলা অত কথা বারয় দেখি চাইন।

(ছুটে এসে চুলে ধরে। সবাই এসে ছাড়ায়।)

শ্যামা। আইজ রামদেও রবিদাসে, আমারে চউখ মারি মারি কয় ‘‘চল গৌহাটী। চাকরী হই যাইব আমি বুঝিয়ার কিলা অইব। কিন্তু অখন মনোঅর হিগুই ভালা আছিল। কুন ভরসাত আমি থাইকমু?

(হঠাৎ নিরঞ্জন গেটের কাছে।)

নিরঞ্জন। কিতা অইছে?

শ্যামা। কিতা, কিতা দেখাত আইছ?

নিরঞ্জন। কাইল, শিলচর —

শ্যামা। যাইবু, শিলচর যাইমু। গৌহাটী যাইমু। যেনো লইয়া যাইবায় হিনো যাইমু।

টেকা দিতায় পারবায় ২০০০০? পারবায়?

(নিরঞ্জন অপ্রস্তুত মতো হাসে। চলে যায়।)

সুখেন। শ্যামা।

শ্যামা। দাদারে, তোরে বড় বিশ্বাস করছিলাম। আইজ বুঝিয়ার সব মিছা।

(হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়।)

আমারে অয় বিশ হাজার টেকা দেও নাইলে গৌহাটী যাইবার দেও।

(ভেতরে চলে যায়। কাপড় গোছায়।)

নিশা। কিতা করিতরায়?

শ্যামা। দেখিতরায় ঔতা, কাপড় গুছাইয়ার। যাইমু গৌহাটী যাইমু।

সুখেন। শ্যামা।

শ্যামা। *(বেড়য়, সঙ্গে নিশা।)* না থাকমু। টেকা-লাইগব টেকা। আর ইলা মাইনযর বাড়ীত সকাল-বিকাল হাটি হাটি বিশ-ত্রিশ টেকা নায়। বেজান। বেজান টেকা। তুমরা ন্দরতো পাইল্লায় না। আমি রুজগার করমু। দেখাইমু তুমবারে।

ঠাকুমা। আর মুখ দেখানিত আইয়ো না ইনো। ভাইয়র সুখর লাগি ৩০০ টেকার মায়া ছাড়াত পারে না যিগ্যে।

শ্যামা। *(উদভ্রান্তের মত ছুটে আসে।)* ভাইঅর সুখর লাগি ৩০০ টেকা আর তুমার সুখর লাগি আমি নিজে সব ছাড়ি দিমু। তুমি সুখে থাকো গো মা, তুমি সুখে থাকো—

(বলে হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত হয়ে মাকে আদর করতে যায়। মা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সারাদিনের অনাহারে , শ্রমে ক্লাত শ্যামা আর পারে না। পরে যায়। সাময়িক ফিটের মত হয়।)

নিশা। শ্যামা।

(নিশা চিৎকার করে। দৌড়ে ভিতরে জল নিয়ে আসে। শ্যামার মুখে ছিটায়। অনেকক্ষণ ধরে চম্পক পিয়ালী ভয়ে জড়ো হয়ে কি যেন কথা বলে। চম্পক এই চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে ছুটে বেড়িয়ে যায়। সবার অলক্ষ্যে। শ্যামার আস্তে আস্তে ফিট ফিট ভাঙে। ভেজা চুল কাপড় উঠে বসে কিছু বুঝতে পারে না। তারপর ধীরে ধীরে বসে। সবাইকে ঠেলে ভেতরে চলে যায়। কান্নার ফোঁপানোর শব্দের সাথে কাপড় গোছানোর আওয়াজ আসে।)

সুখেন। স্বপন দ্যাখ আক্টা তাইরে।

স্বপন। আমি পারতাম না।

সুখেন। তোর বৌদিরে গিয়া ক।

স্বপন। ইলা একটা বিষয়।

পিয়ালী। *(ভিতরে যায়।)* পিসি তুই যাইস না।

নিশা। ইতা কিতা করিতরায়? ই রাইতে নিশায়।

সুখেন। শ্যামা, ইতা কিতা পাগলামি শুরু করছিস? যেতা অইছে অইছে। কাইল সকালে তোর ৩০০টেকা যেকান থাকি পারি জুগার করি দিমু। অখন ইতা মানুষ হাসানির কাম বাহ দে চাই।

শ্যামা। মাইনষে হাসতা নায়, কান্দাইবার বেবস্থাই করমু।

সুখেন। *(ধমকের গলায়)* বালা কথাত কাম অইত নায় নায়নি?

শ্যামা। অখন আর ইতা মাতো ডরাইনা। আগে ডরাইতাম। অখন চুরাইনতরে কিতা ডর?

নিশা। শ্যামা, কারে কিতা কইরায় হিসাবে কইও।

(ভেতরে যায়।)

শ্যামা। অইত্য অন্য রকম কথা বারর।

ঠাকুমা। তুমরার অততা মাতিতরায় কেনে বে? যাইতে দেও না, তাইরে। যেনো খুশী যাউক। যে দাদায় বুকো করি পাথরর নদী ইপার হপার করছে তাইর থুরা অসুখ অইলে। অইজ তাই যেতা মন ধরে মাতের। ৩০০ টেকার ঘেরা।

শ্যামা। *(বাইরে)* ইটা তুমি বুঝতাম না মা। হারা জীবন জামাই নাইলে পুয়াইনতর ভাত খাইয়া তুমি অখন দালালি শিখি লাইছ।

সুখেন। শ্যামা।

শ্যামা। গাইল্লিরায় কেনে দাদা? তুমরার বইনরে আত্তিয়ে মারে না। কিন্তু মানুষ আত্তির জঙ্গলো তাইরে খুজিয়া পাইতায় না কুনদিন। তুমরার বইন নাই, শেষ অইগেছে। আর রাইত গেলে গিয়াগিউ বালা। এক নিরঞ্জন ছাড়া কেউ তো জানেও না আমি বাড়ীত আইছি। আর হিগুর কথা কেউ বিশ্বাস করত নায়। হিগু এক বেবুতা। কইবায়, শ্যামা শিলচর থাকি আইছে না।

স্বপন। ই ৩০০ টেকার লাগি।

শ্যামা। টেকা নায় রে স্বপন। বিশ্বাস ভাঙ্গি গেছে। ই দুই মাসর ভাত আমার পেটর ভিতর থাকি বারই যাইবো। দাদা তুমারে বেইমান কইলে তুমার মাথা গরম অইয়ার আর আমারে যে ঘরর ভিত্রে সবে অবিশ্বাস করি বই রইছ? এককটা দিন আয় ওলাউ। চাকরী ইগু সিওর পাইতাম, পাইল পালর পিসাত্ত ভাই নান্টুয়ে। শংকরদারে একদিন অত বিশ্বাস করছি। আইজ হে আমারে রামদেওর হাতো তুলি দের। আর বাড়ীত আইয়া দেখি নিজর ঘরর মারইল বেন্দা অইয়া মাতাত পরের।

নিশা। শ্যামা, একটাতো কথা রাখো।

শ্যামা। কুন দুঃখ ভুলতাম বৌদি কও চাইন? এর থাকি নিজেরে ভুলউ লাই।

পিয়ালী। পিসি, আইজ রাইতটা থাক।

শ্যামা। সুনারে, তুইও আমারে এক রাইতর বেশী থাকতে দিতে নায়।

পিয়ালী। এর লাগি নায় পিসি।

স্বপন। শ্যামা, হুন কাইল আমি টাঙ্গিঘর বেচিদিমু। দাদার লগে জঙ্গলো কামো যাইমু। তোর টেকা ঘুরাইয়া দিলাইমু। ইতো পালগামি করিছ না। তোর যেতা লাগে.....

শ্যামা। আমার যে কিতা হারাইগেছে তোরা বুঝতে নায়।

(হাতির আওয়াজ কাছে আসে।)

পিয়ালী। পিসি যাইছ না।

শ্যামা। যাইগি সুনা।

(পিয়ালী কিছুক্ষণ ধরেই অস্থির।)

এবার সর্বশক্তি দিয়ে পিসিকে আটকায়।

পিয়ালী। পিসি যাইছ না, ভাইয়ে তোর লাগি টেকা আনাত গেছে।

(শ্যামা থমকে যায়। সবাই যেন কিসের এক আঘাতে হঠাৎ নিজেদের অস্তিত্ব ফিরে পায়। বাইরের আওয়াজ গড়ে।)

নিশা। কিতা কছ? চম্পক ..... চম্পক.....

পিয়ালী। ভাই ঘর নাই। পিসির টেকার লাগি তাই জঙ্গলো গেছে। হে কয় জঙ্গলী আত্তির লেবুর ধরত পারব। আমি তারে যা করছি। হে তার তরোয়াল ইকটা লইটা দৌড় দিছে।

শ্যামা। কিতা কছ?

পিয়ালী। *(ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপে কাঁদে।)* অয় পিসি। তেরে কানআদাত দেখিয়া আমারে হে কয় ''দিদি আমার নতুন শার্ট পরা আছে। আমি পারমু হাত্তির লেঙ্গুর ধরিয়া টেকা আনতাম। আমি না করছি।'' হে কয় ''টেকা না আনলে পিসি যাইব গিয়া।''

(নিশা পাগলের মতো বেড়িয়ে যায়। স্বপনও চিৎকার করতে করতে বেড়িয়ে যায়। শারীরিক মানসিক ঝড়ের আঘাতে ঠাকুমা ধ্বসে পড়েন। সুখেন ছুটে গিয়ে জলের ঝাপটা দেয় মাকে।

জ্ঞান ফিরতে দেখে বেড়িয়ে যায়। শ্যামা পিয়ালী গেটের সামনে হেঁটে আসে। হাতি তাড়ানোর চিৎকার স্পষ্ট হয়। পিয়ালী গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার স্বষ্ট হয়। পিয়ালী গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে।)

পিয়ালী। ঔ দ্যাখ পিসি, ঔ দ্যাখ, দাতাল হাতি ইগুর মাতাত ভাইর লাল শার্ট তুইন যে দিছলে। পিসি বাই মনোলয় হাত্তির পিঠত। পিসি, পিসি ঔ দ্যাখ....।

(পিয়ালী চিৎকার করতে থাকে। শ্যামা পিয়ালীর পায়ের কাছে বসে পরে। দাওয়ায় মা উঠে বসবায় চেষ্টা করছেন। আস্তে আস্তে সামনের আলো নিভে যায়। বিদ্ধস্ত মানুষের বাসভূমি রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা ও চিৎকার, টিন বাজানো, বম ফাটানোর শব্দ একেবারে কাছে আসে। পিয়ালী চম্পকদের পারিবারিক শোক যেন চাপা পড়ে যায় ঐ ভয়ার্ত মানুষের ছাতি তাড়ানোর আর্তনাদে।)